সাহিত্যের সাধনা

রাজনীতি বা সমাজ-সংস্কারাদির জন্য সঙ্ঘ-সমিতিরবৈঠক এবং সাহিত্য-সভার মধ্যে পার্থক্য অনেকখানি। পূর্বোক্ত ব্যাপারগুলিতে সঙ্ঘঠন, অধিবেশন ইত্যাদিঅপরিহার্য। জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রাথমিক প্রয়োজনাবলীর সঙ্গেই প্রধানত এই কর্মবিভাগগুলি সংশ্লিষ্ট, বহুর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মিলিত না হয়ে এখানে প্রচেষ্টা সফল হয় না। অন্যদিকে, সাহিত্য যদিও সর্বসাধারণের মধ্যেআন্তরিকতম মিলনের যোগসূত্রস্বরূপ এবং যদিও চারিপাশেরমানুষকে বাদ দিয়ে এখানে কোনো সৃষ্টি সার্থক হওয়া দূরে থাক্, প্রায় সম্ভবই নয়, তবুও সাহিত্য-সৃষ্টি লোকালয়েরহাটের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে করবার জিনিস নয়। কবি, সাহিত্যিক, আর্টিস্টদের মধ্যে এক ধরনের সহজাত নিঃসঙ্গতাথাকে। সার্থক রসসৃষ্টি, সাধারণ দৈনন্দিন জীবনোত্তীর্ণ বৃহৎআনন্দলোকের আবাহন, যার জন্য প্রতিশক্তিশালীকবিমানসেইআত্মপ্রকাশের প্রেরণা তাঁর শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলিতে সঞ্চারিত হয়।এর জন্যে আর্টিস্টের প্রয়োজন আপন কল্পনার আবহাওয়ায়যত বেশিক্ষণ সম্ভব এবং যত গভীরতমরূপে সম্ভব বাস করা।দুঃখ-বেদনা, হাসি-অশ্রুর সমস্যা-বিজড়িত অপরূপ মানুষেরজীবন এবং জগৎ তার লেখার মালমশলা কিন্তু নিরাসক্তআনন্দের মধ্যেই তাঁর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি সম্ভব। কবি সাহিত্যিক আপনার জন্য লেখেন, কেননা সেই লেখার মধ্য দিয়েই তাঁর আত্মপ্রকাশ, কেননা অস্তিত্বের সেই একমাত্র রূপের মধ্য দিয়ে তিনি আপনাকে উপলব্ধি করেন। তিনি আরো জানেন যে ভালোবাসার আলোকক্ষেপ ব্যতীত সৃষ্টিতে সত্যকারের বর্ণ ফোটে না—প্রেম ও এক ধরনের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি ব্যতীত বাস্তবজগৎ এবং মানবহৃদয়ের গহনতম রহস্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ারনয়। আপনাকে প্রতি মুহূর্তে পূর্ণ করেও প্রতি মুহূর্তে তিনিআপনাকে অতিক্রম করে যান। চারিপাশের মানবসমাজেরঅন্তরতম হৃদয়-স্পন্দনকে তিনি একান্তভাবে অনুভবের চেষ্টাপান—তাতেই তো তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রেরণার রক্ষণে যখন কথাবলেন, তখন তাতে সব দেশ সব কালের বিশ্বমানবের কণ্ঠবাজে, জীবনের মূলতম রহস্যের আবেগ সেখানে একান্তভাবেসঞ্চারিত হয়। সুতরাং সকলের সঙ্গে আপনাকে নিরন্তর যুক্তরেখে তাঁর সাধনা। তবুও মনের দিক দিয়ে তাঁর পক্ষে চরমএকাকিত্ব একটি প্রকাণ্ড সত্য—অপরিহার্য ও প্রয়োজনীয়।

সাহিত্যের কি মূল্য ?ঘন এক টুকরো কবিতা, অনবদ্যএকটি ছোটগল্প, নিবিড় রেশময় একটি 'লিরিক্', ঠাসবুনোটএকখানি উপন্যাস, বিপুলতম যার ব্যঞ্জনা, যেখানে বাস্তব জীবননাট্যের বিচিত্র কলকোলাহল, উত্তেজনা ধ্বনিত হয়েছে—আমাদের জীবনে এসবের জন্যে বিশেষ স্থান নির্দিষ্টকরে রাখা কি এতই দরকার ?উত্তর হচ্ছে, দরকার; অত্যন্তবেশি দরকার আরো এই জন্যে যে, এই সব প্রশ্ন এখনো আদৌ ওঠে। তেল-নুন-লক্‌ড়ির কারবার করতে করতে আমাদেরঅনেকেরই দিন আসে মিলিয়ে। বাঁধা রাস্তায় আমরা জন্মাই ওমরি—দু-পাশের এ দুই চরম পরিচ্ছেদের মাঝখানের রাস্তাটা আমরা অনেকেই যে ভাবে চলি, তাতে যেন আমাদের স্রষ্টাকেইব্যঙ্গ করা হয়। সাহিত্য তাই আমাদের এই অতি-অভ্যাসে বদ্ধঝিমিয়ে আসা মনের পক্ষে আকাশ স্বরূপ,দিগন্ত এখানে অত্যন্ত বিস্তৃত, আবহাওয়া সর্বদাই উজ্জ্বল, অজস্র খোলা জানলা দিয়েঅদৃশ্য কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণে দিব্য যৌবনময় আলো আরচেতনা এসে ঝরে পড়ে। জীবনের এই অতি বিরাট পটভূমিকারজগতে এসে পাঠক এক মুহূর্তে আপনাকে বড় করে পায়।দৈনন্দিন জীবনের পারিপার্শ্বিকতার সহস্র ক্ষুদ্রতা, ক্লেদ, গ্লানিপেছনে পড়ে থাকে—মানুষ খানিকক্ষণের জন্যে অন্তত খণ্ডকাল ও দেশের অতীত এক জ্যোতির্ময় চেতনাস্তরের মধ্য দিয়ে অববাহিত হয়ে আসে। প্রত্যেক

আত্মসত্তার এই যে বিস্তারের সম্ভাবনা—কাব্য ও সাহিত্য, তথা আর্টের অন্যান্য বিভাগ, এতেপ্রত্যেককে অত্যন্তপ্রত্যক্ষ রূপে সহায়তা করে।

সাহিত্য আরো অনেক কিছু করে। প্রত্যেক মানুষেরমধ্যেই কম-বেশি পরিমাণে একটি মানুষ আছে, যে নাকিস্বপ্ন দেখে, যে নাকি অন্তত কোনো কোনো ক্ষণের জন্যেও আদর্শবাদের তীব্র প্রেরণা অনুভব করে, যে অতীত স্মৃতির অনুধ্যানে সহসা উন্মনা হয়, ভবিষ্যতের কল্পনায় নেশারমতো হয় আসক্ত—রসসাহিত্যের একটি প্রধানতম কাজহচ্ছে প্রত্যেকের ভেতরকার এই স্বপ্নালু লোকটির তৃপ্তিবিধান করা। তা ছাড়া, কথাসাহিত্যিক সমসাময়িক সমাজ বারাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশকালান্তরিত জীবনেরছবি আঁকেন। এর মননশীল দিক প্রধানত জীবন-সংগ্রামেওসভ্যতার সংগঠনে আমাদের শক্তি জোগায় এবং বিশেষকরে রসসাহিত্যের সাধনা হচ্ছে অবিচ্ছিন্নভাবে সে আনন্দেররূপীকরণ ও পরিবেশনে, যে মূল আনন্দের প্রেরণায় জীবনের হলউৎপত্তি, প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের মীরাট অধিবেশনে সাহিত্য শাখার সভাপতির অভিভাষণ।(দেশ ৫.১.১৯৪৬) —সুখদুঃখহর্ষবেদনা প্রেমদীপ্তিক্ষয়মৃত্যুসব ব্যেপেএবং সব ছাড়িয়ে যে নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ-সত্তা জীবনের সঙ্গেসমান্তরালভাবে প্রতিক্ষণে আপনাকে প্রবাহিত করে চলেছেন এবং একটু একটু করে মেলে ধরছেন। আমাদের ধরণী এবংধরণীর এই জীবন সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি বারে বারে ঝাপ্সাহয়ে আসে—প্রকৃতির বাইরেকার কাঠামোটাকে দেখে আমরা বারে বারে তাকে 'রিয়ালিটি' বলে ভুল করি, জীবন-নদীতেঅন্ধ গতানুগতিকতার শেওলাদাম জমে, তখন আর স্রোতচলে না; তাই তো কবিকে, রসস্রষ্টাকে আমাদের বার বারদরকার—শুকনো মিথ্যা বাস্তবের পাঁক থেকে আমাদের উদ্ধারকরতে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলা যেতে পারে যে, সাহিত্যও শিল্পকে সর্বসাধারণের উপযুক্ত করে দাও—এই একটিআধুনিক ধুয়ার কোনো মানে হয় না। এ কথার অর্থ তো এই যে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের রস অত্যন্ত ঘন, একে খানিকটা জলো করে দাও—এর শিল্পের বুননীতে অত সূক্ষ্ম তন্তুর বদলে মোটাদড়ির ব্যবহার প্রচলিত কর। কারণ, তা'হলে তখন শিক্ষা ওশক্তি নির্বিশেষে এ সাহিত্য যাবতীয় জনেরই হয়ে উঠবে; রসের মন্দিরে ভিড়ের আর কম্‌ত থাকবে না। আমাদের বক্তব্যএই যে, এ রকম কোনো আদর্শের উপর যদি জোর দেওয়া হয়, তবে সাহিত্যের সর্বনাশ করা হবে, এবং যাদের দিকে চেয়েসাহিত্যে এই ভুয়ো গণতন্ত্রের সুর আমদানির জন্য আমরা এ করতে যাব তাদেরও শেষ পর্যন্ত উপকার কিছু হবে না।রসসাহিত্যের উপভোগ সামর্থ্যের দিক দিয়ে যারা 'হরিজন', সাহিত্যকেও জোর করে 'হরিজন'-মার্কা করে তাদের স্তরে নানামিয়ে উক্তরূপ তথাকথিত 'হরিজনদের'আর্ট ও সংস্কৃতিগতশিক্ষার এমন সুযোগ ও সাহায্য দিতে হবে, যাতে করে তারা মনের দিক দিয়ে ক্রমশ উঠে আসতে পারে, সূক্ষ্মতম রসেরস্বাদ গ্রহণে পারগ হয়—যেমন ধর্মের ক্ষেত্রে, তেমনি এক্ষেত্রেও অধিকারী ভেদ মানতে হয় বাস্তবিকপক্ষেও আমরাদেখতে পাই যে চিন্তামূলক বা সৌন্দর্যমূলক সত্য, ইন্দ্রিয়জ বাঅতীন্দ্রিয় রসের আবেদন, অথবা একই শ্রেষ্ঠ কাব্য উপন্যাস বা নাটক, জন্মগত ক্ষমতা তথা অনুশীলনবৃত্তির চর্চাভেদেবিভিন্ন পাঠকের মনে প্রধানত "ইন্‌টেনসিটি"র দিক দিয়েবিভিন্ন রকমের সাড়া জাগায়। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, সাহিত্যের যে একটি স্বাভাবিক আভিজাত্য আছে, এমন কিছু করা যাতে তা এতটুকু ক্ষুণ্ন হয়, পরন্তু আমাদের সবাইকেতার উপযুক্ত হতে শিক্ষিত করা।

জতির মেরুদণ্ডস্বরূপ। একটি জাতির সমগ্র আশা, আকাঙ্ক্ষা, হর্ষ, বিষাদ নিয়ে সেই জাতির সাহিত্য।সাহিত্য একটি বিশাল মহীরুহ—এর কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, ফুল, ফল, মূল, পত্রপুঞ্জ একজনের কীর্তি নয়, বহু শতাব্দী ধরে বহুরসিক মনের সৃষ্টি। এই বিপুল সমগ্রতাকে সহজ মনে স্বীকারকরে নিলে আমাদের মধ্যে দলাদলির প্রশ্নই উঠতে পারেনা—সকল সাহিত্যিক দ্বারা গঠিত এই জাতীয় সাহিত্যের মধ্যেউচ্চনীচ সবারই স্থান আছে এবং এদের সকলেরই কাছে আমরাসমান কৃতজ্ঞ।

পক্ষান্তরে যে সাহিত্য টবের ফুল—দেশের সত্যিকারমাটিতে শিকড় চালিয়ে যা রস সঞ্চয় করচে না, দেশের লক্ষ লক্ষ মূক নরনারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখবেদনা যাতে বাণীখুঁজে পেল না—তা হয় রক্তহীন পাণ্ডুর, থাইসিসের রোগীরমতো জীবনের বরে বঞ্চিত, নয় তো সংসারবিরাগী, ঊর্ধ্ববাহুমৌনী যোগীর মতো সাংসারিক জীবনের বাইরে অবস্থিত।মানুষের মনের বা সমাজের চিত্র হিসেবে তা নিতান্তইমূল্যহীন। মিথ্যাকে আশ্রয় করেও কথাসাহিত্যিক রসসৃষ্টিকরতে পারেন না এমন নয়, কিন্তু সে হয় মানুষকে ক্ষণকালেরজন্য ভুলিয়ে রাখবার সাহিত্য। সাহিত্যে আমরা দেখতে চাইমানুষের জীবনকে। গভীর রহস্যময় এই মানবজীবন। এরসকল বাস্তবতাকে, এর বহুবিচিত্র সম্ভাব্যতাকে রূপ দেওয়ারভার নিতে হবে কথাশিল্পীকে। তাঁকে বাস করতে হবে সেখানে, মানুষের হট্টগোল কলকোলাহল যেখানে বেশি, মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে, তাদের সুখদুঃখকে বুঝতে হবে। যে বাড়িরপাশের প্রতিবেশীর সত্যিকার জীবনচিত্র এঁকেচে—সে সকলযুগের সকল মানুষের চিত্রকে রূপ দিয়েচে লেখনীর তুলিকায়। মানুষে যা কিছু করে, যা কিছু ভাবে, সবই সাহিত্যের উপাদান।

কিন্তু এই বাস্তবতার কি একটা সীমা নেই ?জীবনেরনগ্ন চিত্র—দিগ্বসনা ভীমা ভয়ঙ্করী ভৈরবীর মতো করাল—সে চিত্র মানুষের মনে ভয় সঞ্চার করে, অবসাদ আনে, সাধারণ রসবিলাসীর সাধ্য নয় সে কঠিন নিষ্ঠুর সত্যের সম্মুখীন হওয়া।সূর্যের অনাবৃত তাপ পৃথিবীর মানুষে সহ্য করতে পারে না।তাই বহু মাইল ব্যাপী বায়ুমণ্ডলের আবরণের মধ্য দিয়ে তা পরিশ্রুত হয়ে, মোলায়েম হয়ে, অনেক পরিমাণে সহনীয় হয়েতবে আমাদের গৃহ-অঙ্গনে পতিত হয় বলে রৌদ্র আমাদেরউপভোগ্য, প্রাণীকুলের উপজীব্য।

সে আবরণ দেবেন শিল্পী তাঁর রচনায়। নির্বাচনের স্বাধীনতা তিনি ব্যবহার করবেন শিল্পী সংযম ও দৃষ্টি নিয়ে।

দুদিন বা দশ দিন পরে কেউ আমার বই পড়বে না, এভয় কোনো সত্যিকার কথা-সাহিত্যিক করেন না।করেন তারা, যাঁরা একটা মিথ্যা ভবিষ্যতের ধূম্রলোকে নিজেদের চিরপ্রতিষ্ঠদেখতে গিয়ে বর্তমানের দাবিকে অস্বীকার করেন। কতবড় বড় নামওয়ালা কথা-সাহিত্যিক তলিয়ে গিয়েচেন। মহাকালের ঘূর্ণিপাকের তলায়—সেই যুগের প্রয়োজন শেষহয়ে গেলে পরবর্তী যুগের লোকেরা ধুলো ঝেড়েছেড়াপাতাগুলো উদ্ধার করবার কষ্টও স্বীকার করে না।দু-দশজন সাহিত্যরসিক, দু-পাঁচজন পণ্ডিত, দু-একজনবৈদগ্ধ্যগর্বী মানুষ ছাড়া আজকালকার যুগে কথাসরিৎসাগর কে পড়ে, গোটা অখণ্ড আরব্য উপন্যাস কে পড়ে, ডনকুইকসোটের মতো উপন্যাস কে পড়ে ! চসার, দান্তে, মিলটন এঁদের কথা বাদ দিই—ছাত্র বা অধ্যাপক ছাড়া কেউএঁদের পাতা ওল্টায় না, তাও ওল্টাতে হয় তাদের পরীক্ষাবা চাকুরির দায়ে, কিন্তু অত বড় যে নামজাদা ঔপন্যাসিকবালজাক্—তাঁরও উপন্যাসরাশির মধ্যে কখানা আজকাললোকেশখ করে পড়ে ?স্কট, হেনরি জেমস্, থ্যাকারে, ডিকেন্সসম্বন্ধেও অবিকল এই কথা খাটে। নবীন সেনের 'রৈবতক' বা হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার কাব্য'আমাদের মধ্যে কয়জন পড়েছেন, এ প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়। ফিল্‌মে না উঠলে অনেকের অনেকউপন্যাস কি নিয়ে লেখা তাই লোকে জানতে পারতো না।নামটাই থেকে যায় লেখকের, তাঁর রচনা আধমরা অবস্থায়বেঁচে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে মরে ভূত হয়ে যায়।

জানি, একথা আমাদের স্বীকার করতে মনে বড়বাধে। খোলাখুলি ভাবে বললে আমরা এতে ঘোর আপত্তি করি—'বিশ্ব', 'অমর', শাশ্বত' প্রভৃতি বড় বড় গালভরা কথা জুড়ে দীর্ঘ ছাঁদে সেন্টেন্স রচনা করে তার প্রতিবাদ করি। কিন্তুমনে মনে আমরা আসল কথাটি সকলেই জানি। পাঠাগারেরকথাই ধরা যাক, পার্ক স্ট্রীটে ওয়েলডন লাইব্রেরি একটা খুববড় বিলিতীও আমেরিকান্ উপন্যাস আমদানিকারক লাইব্রেরি। অনেক সাহেব, মেম, আমাদের দেশের অনেক লোক নভেলপড়বার জন্যে তার সভ্য হয়ে থাকেন। কিন্তু আমি জানিতিন বছর অন্তর বইয়ের আলমারি থেকে সমস্ত পুরাতন বইনিষ্কাশিত করে দিতে হয়, সস্তায় পুরোনো বইবিক্রেতারা সেগুলো নীলামে ডেকে নিয়ে

যায়। লোকের হুজুগ নতুন বইচায়, তারা লেখক বাছবে না, বইয়ের গুণাগুণ বিচার করবে না, সাহিত্যরসের ধার ধারবে না—নতুন হলেই হল। এ মাসেরযদি হয় তবে আর ও মাসের চাইবে না প্রায় সেই অবস্থা।

সাহিত্যে প্রোপ্যাগান্ডার স্থান সম্বন্ধে অনেকে অনেককথা বলেচেন। আমাদের বক্তব্য এই যে, সমাজসংস্কারার্থ হোক, দেশপ্রেমই হোক, অথবা অন্য কোনো সমস্যাদিরসম্বন্ধে মতবাদই হোক—সাহিত্যের ভেতর দিয়ে সব কিছুকরা যেতে পারে, যদি তা তারপরেও সাহিত্যই থাকে, কোনোপ্রচার বিভাগের বিশদ ও চিত্তাকর্ষক প্যাম্ফলেট না হয়ে ওঠে।সাহিত্য ও আর্টের জাত নষ্ট হয় তখনই—যখন এ অপরতর কোনো উদ্দেশ্য সাধতে গিয়ে আপনার মূল সাধনা, সমসাময়িক সমস্যার অতীত, শাশ্বত সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রেরণা থেকে বিচ্যুত হয়। মনে রাখতে হবে 'স্বধর্ম ত্যাগ করা ভয়াবহ'অনেক কিছুর মতোএক্ষেত্রেও। বাইরের পৃথিবী এবং মানুষের জটিল জীবনকাহিনীতাদের অন্তর্নিহিত রসরূপে তখনই আমাদের অভিভূত করতেপারে, যখন আমরা এদের পাই একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে এবং ইন্দ্রিয়াতীতরূপে আমাদের মানসচেতনায়। এই জন্যআদিরসের কথা বলতে গিয়েও কবি যখন নিরাসক্ত কুতূহলেঅতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনারসৃষ্টি করে চলেন—তখনই শুধু তা হয় আর্ট। তখন তার সম্বন্ধে শ্লীলতা বা অশ্লীলতার কোনো প্রশ্নই উঠতেপারে না। অন্তর্দৃষ্টি যথেষ্ট পরিষ্কার হলে লেখক ও পাঠক উভয়েই দেখবেন যে বাইরের জগতে যা ঘটে, তার চেয়েলেখকের মনের জগতে আর এক মহত্তর ব্যঞ্জনাময় বাস্তবআছে। সকল প্রতিভাশালী লেখকই এই বাস্তবের সঙ্গে পরিচিত এবং সৃষ্টির ক্ষেত্রে একে উপেক্ষা করবার ক্ষমতা তাঁদের নেই।

আরো একটা কথা আমাদের প্রণিধানের যোগ্য। নির্জলাসত্যের রূপ দেখবার সৌভাগ্যও তো সকল শিল্পীর হয় না।এমন অনেক দিক আছে জীবনের, নারীর প্রেমের, নিজেরমনের গোপন রূপের, মানুষের চরিত্রের—যা কেবল দীর্ঘকালঅতিবাহিত হওয়ার পরে প্রকাশ পায়, সে অভিজ্ঞতা অর্জনকরা সময়সাপেক্ষ। অল্পদিনের মধ্যে সে গভীর জ্ঞান সকলের করায়ত্ত হয় না—যে জ্ঞান মায়ামৃগের মতো শিল্পীকে গহন থেকে গহনতর রহস্যের পথে, বিপদের পথে নিয়ে যায়, কারণতার অর্জনের পথেই বহু বাধা, বহু বিপদ। জনপ্রিয়তার স্পর্ধায়যে শিল্পী মনে করেন তিনি জীবন সম্বন্ধে যা বলচেন তাই সত্যি—এবং তাই সবাই মেনে নেবে, তিনি সরল পাঠকবর্গকেপ্রতারিত তো করেনই—সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও প্রতারিতকরেন।*[1]

[1]নওগাঁ (রাজসাহী) সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ (মাতৃভূমি জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬)